Bangladesh Madrasah Education Board, Dhaka
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।
www.bmeb.gov.bd

স্মারক নং- বামাশিবো/পরী/দাখিল-২০১৯/২৩৩৫ তারিখ ঃ ২৬/০৯/২০১৮খ্রিঃ

একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত

২০১৯ সনের দাখিল পরীক্ষার ফরমপূরণের বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাভুক্ত মাদ্রাসা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় দাখিল পরীক্ষার আবেদন ফরম (e-FF) Online-এ পূরণ এবং প্রয়োজনীয় ফি জমা দেয়ার সময়সূচি ও নিয়মাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
(ক)	২০১৯ সালে দাখিল পরীক্ষায় (রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে) জি.পি.এ উন্নয়ন এবং আংশিক (২০১৭/২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় ০১(এক) থেকে ০৪(চার) বিষয়/গ্রুপে অকৃতকার্য- যার জন্য যা প্রযোজ্য) পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ মাদ্রাসা প্রধানের নিকট সাদা কাগজে আবেদন করার শেষ তারিখ	২৫-১০-২০১৮
(খ)	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ	০৫-১১-২০১৮
(গ)	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের Web Site-এ পরীক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা প্রদর্শনের তারিখ	০৬-১১-২০১৮
(ঘ)	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে Online-এ ফরম (e-FF) পূরণ এবং বিলম্ব ফি ছাড়া TT স্লিপ বের করার তারিখ	০৭-১১-২০১৮ থেকে ১৪-১১-২০১৮
(ঙ)	বিলম্ব ফি ছাড়া TT স্লিপের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১৫-১১-২০১৮
(চ)	প্রতি পরীক্ষার্থী ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ Online-এ ফরম (e-FF) পূরণ ও TT স্লিপ বের করার শেষ তারিখ	১৬-১১-২০১৮ থেকে ২১-১১-২০১৮
(ছ)	বিলম্ব ফি সহ TT স্লিপের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২২-১১-২০১৮
(জ)	চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীর তালিকা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের Web Site (www.ebmeb.gov.bd/ www.bmeb.gov.bd)-এ প্রদর্শনের তারিখ	৩০-১১-২০১৮
(ঝ)	চূড়ান্ত তালিকা ও TT স্লিপের ফটোকপি (কেন্দ্র সচিব/তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে) বোর্ডে হাতে হাতে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	০৩-১২-২০১৮ থেকে ০৬-১২-২০১৮
**	রেজিস্ট্রেশনে যে Pass Word ব্যবহার করা হয়েছে সেই Pass Word দিয়েই Online-এ ফরম পূরণ করতে হবে।	

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত তারিখের পরে কোন অবস্থায় Online-এ ফরম পূরণ ও TT গ্রহণ করা হবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও করণীয়ঃ

(ক) নিয়মিত,অনিয়মিত (RP),জিপিএ উন্নয়ন ও আংশিক (এক থেকে চার বিষয়/গ্রুপে অকৃতকার্য-যার জন্য যা প্রযোজ্য) সকল পরীক্ষার্থী বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সকল পরীক্ষার্থীর জন্য (GPA উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত) নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তরপত্র মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে।

(গ) ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ২০১৭ ও ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, তারা ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত (RP) পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) ২০১৭ ও ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত ও নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪র্থ বিষয় বাদে (এক থেকে চার বিষয়/গ্রুপের) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত পরীক্ষার্থীগণ ৪র্থ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকৃত বিষয়/ বিষয়সমূহের প্রাপ্ত GP উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয় সমূহের সংরক্ষিত GP এর সাথে যোগ করে পরীক্ষার্থীর GPA নির্ণয় করা হবে। তবে তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঙ) কেবল ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং GPA ৫.০০ এর কম পেয়েছে তারা ইচ্ছা করলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় GPA উন্নয়নের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে

পারবে। তবে তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশনে উল্লেখিত বিষয় ও মাদ্রাসা পরিবর্তন করা যাবে না। তাদের Online-এ ফরম পূরণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের যথাস্থানে পূর্বের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বর, প্রাপ্ত GPA উল্লেখ করতে হবে। Online-এ পূরণকৃত ফরমের প্রিন্ট আউট-এর ক্রমিকের স্থলে GPA উন্নয়ন শব্দটি লিখতে হবে।

তাদের পরীক্ষার পূরণকৃত ফরমের সাথে ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই সংযোজন করে চূড়ান্ত তালিকার সাথে আলাদাভাবে জমা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর GPA উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের GPA বহাল থাকবে।

(চ) কোন অবস্থাতেই এক মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য কোন মাদ্রাসার মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ছাড়পত্র গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ছাড়পত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি চূড়ান্ত তালিকার সাথে জমা দিতে হবে।

(ছ) ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রী যারা অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া ১(এক) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১৮ সালে শেষ হয়েছে তারা পরীক্ষার ফরম পূরণ (e-FF)-এর পূর্বে ২০০.০০(দুইশত) টাকা ফি বোর্ডে জমা প্রদান করতঃ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ নবায়ন করে শেষবারের মত ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় ঐ অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(ঝ) ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় বাংলা, ইসলামের ইতিহাস,কুরআন মাজীদ, সামাজিক বিজ্ঞান,রসায়ন,জীববিজ্ঞান,পদার্থ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পূর্বের ধারা অনুযায়ী প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) কেবল (২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী) ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় বাংলা,ইসলামের ইতিহাস, কুরআন মাজীদ ও তাজবিদ, গণিত, কৃষি শিক্ষা,গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা,শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং খেলাধুলা,রসায়ন,জীববিজ্ঞান,পদার্থ বিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পূর্বের ধারা অনুযায়ী প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(ট) পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে উল্লেখিত বিষয়/বিষয়সমূহে-ই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিস্ট্রেশন কার্ড বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহনকৃত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।

(ঠ) যে সকল উপজেলায় দাখিল পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেই উপজেলাস্থ মাদ্রাসা কোন ক্রমেই অন্য উপজেলার/জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে না। প্রত্যেক মাদ্রাসাকে নিজ উপজেলাস্থ পরীক্ষা কেন্দ্রকে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) পরীক্ষার ফি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হিসাব নম্বর ৩৩০০১০৩৫ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বি.এম.ই.বি, শাখা, ঢাকায় টিটির মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে

(ঢ) Online-এ ফরম পূরণের পর (বিলম্ব ফি সহ) চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা (Final Candidates List) Download করে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মাদ্রাসা প্রধানের স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর প্রদান করে এক কপি তালিকা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবের নিকট ০২-১২-২০১৮ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং কেন্দ্র সচিব/তাঁর প্রতিনিধি চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা ও টিটির ফটোকপি দাখিল পরীক্ষা শাখায় হাতে হাতে ০৩-১২-২০১৮ হতে ০৬-১২-২০১৮ তারিখের মধ্যে বোর্ডে জমা দিতে হবে এবং এক কপি মাদ্রাসায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. ফি এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলোঃ

পরীক্ষার্থীর ধরণ	পরীক্ষার্থীর ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষার্থীর ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মূল সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রিটেনশন (আর.পি) ফি (অনিয়মিত) পরীক্ষার্থীদের বেলায়	জিপিএ উন্নয়ন ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	বয়স্কাউট/গাল র্স গাইড ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	ক্রীড়া এফিলিয়েশন ফি (প্রতি মাদরাসা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নিয়মিত	৯০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	--	--	৫.০০	১৫.০০	৩০০.০০ (একবার)
অনিয়মিত (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে)	৯০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	--	১০০.০০	--	৫.০০	১৫.০০	
অনিয়মিত (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি)	৯০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	--	৫.০০	১৫.০০	
জিপিএ উন্নয়ন	৯০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	--	১০০.০০	৫.০০	১৫.০০	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে, এ ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ফি ২৫/-টাকা হবে যার বিভাজন কেন্দ্র ০৭ টাকা এবং প্রতিষ্ঠান ১৮ টাকা পাবে।

বিঃ দ্রঃ **যে সকল অনিয়মিত পরীক্ষার্থী একবার দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য আবেদন ফরম পূরণ করে প্রবেশপত্র পেয়েছে তাদেরকে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পুনরায় সনদ ফি প্রদান করতে হবে না।** তবে প্রবেশপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৪. দাখিল রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ২০০.০০ (দুইশত) টাকা।

৫. দাখিল রেজিষ্ট্রেশন নবায়নের বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ১০০.০০ (একশত) টাকা।

৬. যে সকল পরীক্ষার্থী-২০১৭ সালের দাখিল পরীক্ষায় ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে (অতিরিক্ত বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সালে দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭. কেন্দ্র ফি (কেন্দ্রে জমা দিতে হবে) ঃ

(ক) দাখিল পরীক্ষায় প্রতি পরীক্ষার্থীর (যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই) কেন্দ্র ফি ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা।

(খ) দাখিল পরীক্ষায় প্রতি পরীক্ষার্থীর (যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে) কেন্দ্র ফি ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা। তাছাড়া ব্যবহারিক প্রতি বিষয়ের ফি ১০.০০ টাকা হারে পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। **যার বিষয় প্রতি ইন্টারনাল পরীক্ষক ৫.০০ টাকা ও এক্সটারনাল পরীক্ষক ৫.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন।**

বিঃ দ্রঃ বহিস্কৃত/রিপোর্টেড পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে কোন অবস্থাতেই Online-এ ফরম (eFF) পূরণ ও টিটি করা যাবে না। এ ধরণের পরীক্ষার্থীর টিটি বোর্ডে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন। মাদ্রাসা প্রধানগণকে অবশ্যই নামসহ সীল ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হলো। যে সকল বহিস্কৃত/রিপোর্টেড পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে না।

এই বিজ্ঞপ্তিটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব Web Site-এ (www.bmeb.gov.bd) পাওয়া যাবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৭.১০.১৮

(এস এম মোর্শেদ বিপুল)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ৫৮৬১০২০২,ফ্যাক্স-৫৮৬১৭৯০৮
e-mail : controller@bmeb.gov.bd

স্মারক নং- বামাশিবো/পরী/দাখিল-২০১৯/২৩৩৫ তারিখ ঃ ২৬/০৯/২০১৮খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১. সচিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন,ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৪. সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
৫. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৮. সকল কর্মকর্তা,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার শাখা, ঢাকা।
১০. প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল),বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের Web Site-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১. সহকারী পরিদর্শক,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,আঞ্চলিক কার্যালয়,উপ-পরিচালকের কার্যালয়,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল।
১২. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), (বিজ্ঞপ্তিতিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১৩. সুপার /অধ্যক্ষ,অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল/ আলিম মাদ্রাসা (সকল)।
১৪. পি.এ.টু- চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৫. অফিস কপি।

০৭.১০.১৮

(এস এম মোর্শেদ বিপুল)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ৫৮৬১০২০২,ফ্যাক্স-৫৮৬১৭৯০৮
e-mail : controller@bmeb.gov.bd